২৫-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন জ্ঞান-যোগের দ্বারা তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে প্রকৃতভাবে সাজাতে। দেহ-অভিমান এই সজ্জাকে খারাপ করে দেয়, তাই দেহের প্রতি মমতা ত্যাগ করতে হবে।"

প্রশ্নঃ- জ্ঞানমার্গের উঁচু সিঁড়িতে কে চড়তে পারবে?

উত্তরঃ- যার নিজের দেহের প্রতি এবং অন্য কোনো দেহধারীর প্রতি নয়, একমাত্র বাবার প্রতিই সত্যিকারের আন্তরিক প্রীতি রয়েছে এবং যে কারোর নাম-রূপে আসক্ত হয় না, সে-ই জ্ঞানমার্গের উঁচু সিঁড়িতে চড়তে পারবে। যে সমস্ত বাচ্চার কেবল বাবার প্রতিই আন্তরিক ভালোবাসা থাকে তাদের সকল আশা পূর্ণ হয়ে যায়। কারোর নাম-রূপে আসক্ত হওয়া খুবই কঠিন একটি অসুখ। তাই বাপদাদা সাবধান করছেন - বাচ্চারা, তোমরা একে অপরের নাম-রূপে আসক্ত হয়ে নিজের পদকে খারাপ কোরোনা।"

গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সারা দুনিয়া পেয়েছি...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা নিশ্চয়ই এই গানের অর্থ ভালোভাবে জেনে গেছে। তা সত্ত্বেও বাবা প্রত্যেক লাইনের অর্থ বলেন। এভাবেও বাচ্চাদের মুখ খোলানো সম্ভব। অর্থ তো খুবই সহজ। তোমরা বাচ্চারাই এখন বাবাকে জেনেছ। তোমরা কারা? ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। শিববংশী তো গোটা দুনিয়াই। এখন নতুন সৃষ্টির রচনা হচ্ছে। তোমরা সম্মুখেই আছ। তোমরা জানো যে ব্রহ্মার দ্বারা আমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী নিচ্ছি। কেবল আকাশই নয়, সমগ্র পৃথিবী এবং তার সাথে নদী এবং সাগর। বাবা, আমরা তোমার কাছ থেকে সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী নিচ্ছি। পুরুষার্থ করছি। আমরা প্রতি কল্পেই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই। যখন আমরা রাজত্ব করি তখন গোটা বিশ্ব জুড়ে আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদেরই রাজত্ব থাকে, সেখানে অন্য কেউ থাকে না। চন্দ্রবংশীরাও থাকে না। কেবল সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণেরই রাজত্ব চলে। অন্যরা সবাই পরে পরে আসে। এই সবকিছুই তোমরা এখন জেনেছ। ওখানে তো এই বিষয়ে কোনো জ্ঞানই থাকবে না। এইটাও জানবে না যে আমরা কার কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার পেয়েছি। যদি কারো কাছ থেকে পেয়ে থাকি তাহলে কিভাবে পেয়েছি সেই প্রশ্নটাও উঠবে। কেবল এই সময়েই সমগ্র সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে। এরপর এই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা এখন জানো যে বেহদের বাবা এসেছেন যাকে গীতার ভগবান বলা হয়। ভক্তিমার্গে প্রথমে সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি গীতাপাঠ শোনে। গীতার সাথে ভগবৎ এবং মহাভারতও শোনে। অনেক সময় পরে এই ভক্তি শুরু হয়। ধীরে ধীরে মন্দির এবং শাস্ত্র বানানো হয়। এর জন্য প্রায় ৩-৪শত বছর সময় লেগে যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্মুখে বসে শুনছ। তোমরা জানো যে ব্রহ্মাবাবার শরীরে পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা এসেছেন। আমরা পুনরায় এখানে এসে তাঁর সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়েছি। সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না যে আমরা এরপর চন্দ্রবংশী হয়ে যাব। বাবা এখন তোমাদেরকে পুরো সৃষ্টিচক্র বোঝাচ্ছেন। বাবা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। তাঁকেই তো জানি-জাননহার এবং জ্ঞানী বলা হয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে কিসের জ্ঞান আছে সেটা তো কেউই জানে না। কেবল বলে দিয়েছে যে গড ফাদার হলেন নলেজফুল। ওরা মনে করে যে ভগবান সকলের অন্তরের খবর জানেন। তোমরা এখন জানো যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলছি। বাবা বলছেন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর, অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা আমাকেই ডেকে

এসেছ। এখন তোমরা জ্ঞান পেয়ে যাওয়ার ফলে ভক্তিভাব চলে যাচ্ছে। সত্যযুগ হল দিন এবং কলিযুগ হল রাত্রি। তোমাদের পা নরকের দিকে এবং মুখ স্বর্গের দিকে রয়েছে।
প্রথমে বাপের বাড়ি গিয়ে তারপর শ্বশুরবাড়ি যাবে। এখানে পতিরূপে শিববাবা তোমাদেরকে সাজাতে এসেছেন কারণ তোমাদের সজ্জা এখন খারাপ হয়ে গেছে। পতিত হলেই সজ্জা খারাপ হয়ে যায়। এখন তোমরা পতিত, পাপী এবং অধম হয়ে গেছ। এখন বাবার দ্বারা তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছ। গুণহীন থেকে গুণবান হচ্ছ।

তোমরা জানো যে বাবাকে জানলে এবং তাঁকে স্মরণ করলে আমরা আর কোনও পাপ কর্ম করব না, কোনও তমোপ্রধান জিনিস খাব না। মানুষ তীর্থ করতে গেলে অনেকে বেগুন কিংবা আমিষ বর্জন করে আসে। কিন্তু এখানে ৫ বিকার বর্জন করতে হবে। কারণ এই বিকারগুলোই হল সবথেকে ক্ষতিকারক। প্রতি মুহূর্তে এই দেহের প্রতি আমিত্ব ভাব চলে আসে। দেহের প্রতি মমতা থাকলে অন্যান্য দেহধারীদের প্রতিও মমতা চলে আসে। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন - বাচ্চারা, কেবল একজনের (শিববাবা) প্রতি-ই ভালোবাসা রাখো, অন্য কারোর নাম-রূপে আকৃষ্ট হয়েও না। গীতের অর্থও বাবা বুঝিয়েছেন। বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদ স্বর্গের বাদশাহী নিচ্ছ। কেউ আমাদের কাছ থেকে এই বাদশাহী ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ওখানে তো অন্য কেউ থাকবেই না। তাহলে ছিনিয়ে নেবে কিভাবে? এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। মনে রেখো, শ্রীমৎ অনুসারে না চললে কখনো উঁচু পদ পাবে না। শ্রীমৎ তো সাকার মাধ্যমের কাছ থেকেই নিতে হবে। প্রেরণার দ্বারা তো শ্রীমৎ পাওয়া সম্ভব নয়। কারো কারোর মধ্যে অহংকার এসে যায় যে আমি তো সরাসরি শিববাবার কাছ থেকে প্রেরণা নিই। কিন্তু তিনি যদি প্রেরণা দেন তাহলে ভক্তিমার্গেও তো 'মন্মনা ভব' বলে প্রেরণা দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে সাকার শরীরে এসে বোঝাতে হয়। সাকার মাধ্যম ছাড়া তিনি কিভাবে মত দেবেন? অনেক সন্তান বাবার ওপর রাগ করে বলে যে আমি তো শিববাবার সন্তান। তোমরা জানো যে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারাই আমাদেরকে ব্রাহ্মণ বানান। প্রথমে আমরা সন্তান হই, তারপর বুঝতে পারি যে এঁনার (ব্রহ্মাবাবার) দ্বারা আমরা ঠাকুরদাদার সম্পত্তি পাচ্ছি। ঠাকুরদাদাই এই ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে আপন করেন, শিক্ষা দেন। বাবার প্রতি ভালোবাসা রাখলে আমাদের সকল আশা পূর্ণ হয়ে যায়। অনেক ভালোবাসা থাকতে হবে। তোমরা সকল আত্মারা হলে বাবার প্রেমিকা। ছোট বয়সের বাচ্চারাও বাবার প্রেমিকা হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। সন্তান যত বড় হবে তত সে বুঝতে পারবে। তোমরা আত্মারাও হলে বেহদের বাবার সন্তান। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার প্রেমিকা হয়ে গেলেই তোমাদের সকল আশা পূর্ণ হয়ে যাবে। অন্তরে কোনো আশা রেখেই প্রেমিকা তার প্রেমিককে স্মরণ করে। বাচ্চারাও বাবার প্রেমিকা হয় উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। তাই বাবা এবং তাঁর সম্পত্তি স্মরণে থাকে। এইসব হল লৌকিকের কথা। এখানে তো আত্মাদেরকে পারলৌকিক প্রীতমের প্রেমিকা হতে হবে। তিনি সবার প্রীতম । তোমরা জানো যে বাবার কাছ থেকে আমরা বিশ্বের বাদশাহী নিচ্ছি, যার মধ্যে সকল প্রাপ্তি আছে। সেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কোনোরকম উপদ্রব হবে না। সেখানে দুঃখের নামই থাকবে না। এই দুনিয়াটাই তো দুঃখধাম। তাই মানুষ রাজা-রানী, রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করছে। ক্রমানুসারে বিভিন্ন পদ মর্যাদা রয়েছে। প্রত্যেকেই উঁচু পদ পাওয়ার প্রচেষ্টা করে। সেইরকম স্বর্গ দুনিয়াতে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য মাম্মা-বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। কেন না আমরা উত্তরাধিকারী হব। ভারতকেই মাতৃভূমি-পিতৃভূমি বলা হয়।

ভারতমাতাও বলা হয়। তাহলে নিশ্চয়ই পিতাও কেউ আছেন। আজকাল ভারতমাতাকে বন্দে মাতরম্ বলা হয় কারণ ভারতভূমি হল অবিনাশী। এখানেই পরমপিতা পরমাত্মা আসেন। তাই ভারত হল মহান তীর্থ। সমগ্র ভারতের বন্দনা করা উচিত। কিন্তু এই জ্ঞান তো কারো কাছেই নেই। পবিত্রতার বন্দনা করা হয়। বাবাও বলছেন বন্দে মাতরম্। তোমরাই হলে সেই শিবশক্তি যারা ভারতকে স্বর্গ বানায়। প্রত্যেকের কাছেই তার জন্মভূমি প্রিয়। ভারতই হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ ভূমি যেখানে বাবা এসে সবাইকে পবিত্র বানান। কেবল বাবাই পারেন পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে। এই ভূমি তো কিছুই করে না। বাবাই এখানে এসে সবাইকে পবিত্র বানান। তাই ভারতের অগাধ মহিমা। ভারত হল অবিনাশী ভূমি। এই ভূমির কখনও বিনাশ হয়না। ভারতেই ঈশ্বর এসে একটি শরীরে প্রবেশ করেন যে শরীরকে ভাগীরথ বা নন্দী বলা হয়। দুনিয়ার মানুষ তো একটা পশুর নাম নন্দী রেখেছে। তোমরা জানো যে প্রতি কল্পেই বাবা ব্রহ্মার শরীরে আসেন।

বাস্তবে তোমাদেরই জটা আছে। তোমরাই হলে রাজঋষি। রাজাঋষিরা সর্বদা পবিত্র থাকে। তোমরা হলে রাজঋষি, তাই বাড়ি-ঘরও সামলাতে হবে। ধীরে ধীরে পবিত্র হতে থাকবে। ওরা হঠাৎ করে পবিত্র থাকতে শুরু করে কারণ ওরা বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু তোমাদেরকে ঘরে থেকেই পবিত্র থাকতে হবে। কত পার্থক্য, তাই না? তোমরা জানো যে আমরা এই পুরাতন দুনিয়াতে বসে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার নিচ্ছি।

বাবা বলছেন- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এই পড়া ভবিষ্যতের জন্য। তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। তাই বাবাকে কতই না স্মরণ করতে হবে। অনেকেই আছে যারা একে অন্যের নাম-রূপে ফেঁসে যায়। শিববাবা কখনো ওদের স্মরণেই আসবে না। যার প্রতি ভালোবাসা থাকে সে-ই স্মরণে আসে। তাই ওরা এই সিঁড়িতে চড়তে পারবে না। নাম-রূপে ফেঁসে যাওয়ার রোগ হয়ে যায়। বাবা ওয়ার্নিং (সাবধানী) দিচ্ছেন, নাম-রূপে ফেঁসে গিয়ে নিজেরই পদ হারাচ্ছ। হয়তো অন্যদের কল্যাণ হয়ে যাবে কিন্তু তোমার কোনও কল্যাণ হবে না। নিজেই নিজের অকল্যাণ করছ। (পন্ডিতের মতো) এইরকম অনেকেই আছে যারা অন্যের নাম-রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যায়।

(গীত) বাচ্চারা তোমরা এখন জেনেছ যে অর্ধেক কল্প ধরে আমরা অনেক দুঃখ সহ্য করেছি। এখন সেই সময় চলে গেছে, এখন তো কেবল খুশির পারদ চড়ছে। দুঃখ দেখে দেখে তোমরা একেবারে তমোপ্রধান হয়ে গেছ। এখন তোমাদের খুশি হচ্ছে - এইবার আমাদের খুশির দিন এসেছে। আমরা সুখধামে যাচ্ছি। দুঃখের দিন সমাপ্ত হয়েছে। তাই সুখধামে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থও করতে হবে। মানুষ সুখের আশাতেই পড়াশুনা করে। তোমরা জানো যে আমরা আগামী দুনিয়ার মালিক হচ্ছি। চিঠিতে লেখে - বাবা, আমি তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেবই অর্থাৎ সূর্যবংশী রাজধানীতে উঁচু পদ পাব। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করার ইচ্ছা রাখতে হবে ।

(গীত) সত্যযুগী সুখের আশার প্রদীপ এখন প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। দীপ নিভে গেলে চারিদিক দুঃখে ভরে যায়। ভগবানুবাচ - তোমাদের সকল দুঃখ এখন সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমাদের অতি সুখের দিন আসছে। পুরুষার্থ করে বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখন যতটা নেবে, বুঝবে যে প্রত্যেক কল্পে বাবার কাছ থেকে এতটাই সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী হব। পুণ্যাত্মা হয়ে সূর্যবংশী হতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে। বোর্ডে কিংবা অন্য যেকোনো জায়গায় বিভিন্ন প্রশ্ন লিখে রাখতে হবে। কেবল বাবাকে প্রমাণ করতে হবে। তিনিই সকলের পিতা, তিনিই ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা

করেন। ব্রাহ্মণ থেকে তোমরা দেবতা হবে। আগে শূদ্র ছিলে, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ। ব্রাহ্মণরা হল সবথেকে উঁচু, তারপরে দেবতা। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরই এখন উত্তরণ কলা। তোমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরাই ভারতকে স্বর্গ বানাও। বাজুলি (ডিগবাজি) খেলার সময়ে পা এবং টিকির মিলন হয়। কত ভালো করে বোঝানো হয়। বিনাশ হলে বুঝবে যে আমাদের রাজধানী স্থাপন হয়ে গেছে। তারপর তোমরা সবাই শরীর ছেড়ে অমরলোকে যাবে। এটা হল মৃত্যুলোক।

যখন থেকে ভালোবেসেছি (গীত)। এই গীতের অর্থ এটা নয় যে যারা আগে থেকে ভালোবেসেছে তারাই ভালো পদ পাবে আর যারা পরে ভালোবেসেছে তারা কম পদ পাবে। না, সবকিছু পুরুষার্থের ওপরেই নির্ভর করছে। দেখা যায় যে পুরাতন বাচ্চার থেকে নতুন বাচ্চা এগিয়ে যায়। কারণ সে যখন দেখে যে খুব কম সময় অবশিষ্ট আছে তখন পরিশ্রম করতে শুরু করে। সহজ সহজ পয়েন্টও পাওয়া যায়। বাবার পরিচয় দিয়ে বোঝাতে হবে যে গীতার ভগবান কে - শিববাবা নাকি কৃষ্ণ? শিববাবা হলেন রচয়িতা, কৃষ্ণ হল তাঁর রচনা। নিশ্চয় রচয়িতাকেই ভগবান বলা উচিত। তোমরা প্রমাণ করে বল যে যজ্ঞ-জপ-তপ করে, শাস্ত্র পড়ে কেবল অধঃপতন হয়েছে। 'ভগবানুবাচ' উদ্ধৃত করে বোঝালে কেউ রাগ করবে না। অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি চলতে থাকে। ভক্তি হল রাত্রি। অবরোহন কলা এবং উত্তরণ কলা। সবাইকে গতিতে (শান্তিধাম) গিয়ে সদগতিতে আসতে হবে। এইটাই বোঝাতে হবে। একদম সাধারণ ভাবে বোঝালে খুব খুশি হবে। বাবা আমাদেরকে এইরকম বানাচ্ছেন। এখন আত্মার ডানা গজিয়েছে। যে আত্মা আগে ভারী ছিল সে এখন হালকা হচ্ছে। দেহভান চলে গেলেই তোমরা হালকা হয়ে যাও। বাবার স্মরণে থেকে তোমরা যতই হাঁট, কখনো ক্লান্ত হবে না। এইধরণের বিভিন্ন যুক্তি বলা হয়। শরীরের ভান চলে গেলে হওয়ার মত উড়তে থাকবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে কখনো ক্রোধান্বিত হয়ো না। সাকার মাধ্যমের দ্বারা বাবার মত নিতে হবে। কেবল পরমাত্মা প্রীতমের সত্যিকারের প্রেমিকা হতে হবে।

২) ঘর-বাড়ি সামলানোর সাথে সাথে রাজঋষি হয়ে থাকতে হবে। সুখধামে যাওয়ার সম্পূর্ণ আশা রেখে পুরো পুরুষার্থ করার ভাবনা রাখতে হবে।

বরদান :- জ্ঞান জলে সাঁতার কাটতে এবং উঁচু স্থিতিতে চড়তে সক্ষম পবিত্র হংস হও।

হাঁস যেমন সর্বদা জলেও সাঁতার কাটে আবার উড়তেও পারে, তেমনই তোমরাও অর্থাৎ সত্যিকারের পবিত্র হংসের মতো বাচ্চারাও উড়তে এবং সাঁতার কাটতে সক্ষম। জ্ঞানের বিষয়ে মনন করা হল জ্ঞান অমৃত বা জ্ঞান জলে সাঁতার কাটা এবং ওড়ার অর্থ উঁচু স্থিতিতে থাকা। এইরকম জ্ঞানের মনন করতে থাকা এবং উঁচু স্থিতিতে স্থিত থাকা পবিত্র হংস কখনো নিরুৎসাহিত কিংবা আশাহত

হবে না। তারা অতীতে বিন্দু (fullstop) দিয়ে, 'কি' 'কেন' ইত্যাদির জাল থেকে মুক্ত হয়ে উড়তে থাকে এবং অন্যকে ওড়াতে থাকে।

স্লোগান:- মণি হয়ে যে বাবার মস্তকে (ললাটে) ঝলমল করতে থাকে, সে-ই হল মস্তকমণি।